দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 04 JUL 2010
পৃষ্ঠা: ১২ কলাম: ৪

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা

■ বরিশাল অফিস

আবারো অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে দক্ষিণবঙ্গের দেড় কোটি মানুষের প্রাণের দাবী একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। দীর্ঘ ৩২ বছর আন্দোলন সংগ্রাম করেও দেশের ৩৩তম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প পরিচালক ড. হারুনর রশিদ খান বলেছেন, সরকারের সবধরনের প্রস্তুতি ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আগামী শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নিজস্ব ক্যাম্পাস ছাড়া এখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করতে চান না তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মাণ তো দূরের কথা এখন পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণও করা হয়নি। জিলা স্কুলে কার্যক্রম চালুর বিষয়ে তিনি জানান শিক্ষক নিয়োগ না করা হলে জিলা স্কুলে ক্লাস নেবেন কারা। জেলা প্রশাসনের আরডিসি (এলও) জানান, জমি অধিগ্রহণের জন্য সাড়ে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অধিগ্রহণে আরো ২/৩ মাস সময় লাগবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পিডি জানিয়েছেন শিক্ষক, কর্মচারী নিয়োগের অনুমতি মিলেছে কিন্তু এখনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়নি। এতে কিছুটা সময় লাগবে। বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট অপর কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীরা জানান, জমি অধিগ্রহণ করে ভবন নির্মাণে যে সময় ব্যয় হবে তাতে আগামী শিক্ষাবর্ষে কিছুতেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা সম্ভব হবে না। এদিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের সাথে জড়িত শিক্ষাবিদরা জানান, বর্তমান সরকার দপদপিয়ায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হলে পুনরায় ঐ প্রকল্পটি ▶ এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

১২ পৃষ্ঠার পর

অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। পরবর্তীতে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসলে তারা বিশ্ববিদ্যালয় স্থান ও নাম পরিবর্তন করে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিবে। এতে দু'টি সরকারের আমলে শুধু কালক্ষেপণ হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই বাস্তবায়ন হবে না। তারা জানান, দেশের জেলা শহরে বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও বিভাগীয় শহর বরিশালে নেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক ড. হারুনর রশিদ জানান, বর্তমান সরকারের আমলেই বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন হবে। শিক্ষক, কর্মচারী নিয়োগ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মাণে আরো ৬ মাস সময় লাগতে পারে।